০৬-১২-১৬ প্রাতঃমুরলী ওমশান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা -- সঙ্গমযুগ হল পুরুষোত্তম যুগ, এখানকার পড়াশোনার দ্বারা একুশ জন্মের জন্য তোমরা উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ হতে পারো "

প্রশ্ন -- আন্তরিক খুশীতে থাকার জন্য কোন্ নিশ্চয়ে পাকা বা মজবুত হওয়া দরকার?

উত্তর -- প্রথম প্রথম নিশ্চয় হওয়া দরকার যে আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম, অনেক ধনবান ছিলাম । আমরাই চুরাশী জন্ম পুরো গ্রহন করেছি । এবার বাবা আমাদের আবার থেকে বিশ্বের বাদশাহী দিতে এসেছেন । এখন আমরা ত্রিকালদর্শী হয়েছি । রচয়িতা বাবার দ্বারা রচনার আদি মধ্য অন্তকে জানতে পেরেছি । এরকম যদি নিশ্চয় হয় , তাহলে আন্তরিক খুশী থাকে ।

গীত --: নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু .....

ওম শান্তি । বাচ্চারা কি গানের লাইন শুনলো? এবার বাবা এসে পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য কত ভালো পথ বলেছেন । দুনিয়ায় অনেক প্রকারের কলেজ, ইউনিভার্সিটি রয়েছে, যেখানে উচ্চ পদ প্রতিষ্ঠার জন্য পড়াশোনা করা হয় । তার মধ্যেও কেউ ক্লার্ক, কেউ মেজিস্ট্রেট, কেউ আবার চীফ জাস্টিস তৈরী হয় । পুরুষরা উত্তম পদ প্রাপ্ত করে , কিন্তু সেসব হলো কলিযুগের উত্তম পদ প্রতিষ্ঠা। বাবা এসে সত্যযুগের জন্য উত্তম পদ প্রাপ্ত করান । এটা হলো সঙ্গমযুগ । এই যুগে উত্তম থেকে উত্তম হতে হবে । মানুষরা উত্তম হওয়ার জন্যই ঐসব পঠন জ্ঞানের জন্য গ্রহন করে । এবার এটা হলো রুহানী (আত্মিক) জ্ঞান,যেটা হলো ভবিষ্যতের জন্য । এই সঙ্গমযুগ হলো পুরুষোত্তম যুগ । চিত্রে যেখানেই সঙ্গমযুগ থাকে, সেখানেই পুরুষোত্তম অবশ্যই লেখা দরকার । প্রতিটি জিনিসই উত্তম তৈরী করা হয় । তোমরা জানো লক্ষ্মী নারায়ণ কত পুরুষোত্তম হয় । তাদের আভুষণ বস্ত্রাদি কত শোভনীয় হয়ে থাকে । তাই ঐরকম চিত্র বানানো দরকার । বাবা তো ডায়রেক্শন দেবেনই । বাচ্চারা তো শহরে ঘুরতে থাকে । তাদেরও তো নজরে পড়া দরকার যে কিরকম কিরকম শোভনীয় আকর্ষণীয় চিত্র বানিয়েছে, যার ফলে আড়ম্বরও (ভভকা) ভালো হয় । বুদ্ধিতে সারা দিন স্মরণে এটাই থাকা দরকার যে আমরা উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ তৈরী হচ্ছি । কে তৈরী করছেন? সবচেয়ে উত্তম বাবা । তাহলে উচ্চ থেকে উচ্চ শ্রীমত এক বাবারই হয় আর সেটাই বাবা বলেন । শ্রী এর অর্থ হলো শ্রেষ্ঠ । শ্রী র টাইটেল (surname) শুধু দেবতাদেরই দেওয়া হয় । তাদেরই আত্মা আর শরীর দুটো পবিত্র হয় । তাদের জন্মও পবিত্রতায় হয়ে থাকে । এখানে কারোরও জন্ম পবিত্রতায় হয় নি । শিখ লোকেরা গান গায় নোংরা কাপড় (মুত পলীতি) .... বাবা এসে নোংরা কাপড়কে ধুয়ে পরিস্কার করেন । আর তাদের মানুষ থেকে দেবতা তৈরী করেন । দেবতারা বিকারে জন্ম গ্রহণ করেন না । কিন্তু লোকেরা বোঝে বিকার ছাড়া দুনিয়া চলে কিভাবে? বাবা বোঝান স্বর্গে বিষের জন্ম হয় না । এখন তোমরা স্টুডেন্টরা জানো যে আমরা নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য এখানে এসেছি । এই রাজযোগ দ্বারাই আমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করবো । এখানে যদি কেউ ফেল হয় তাহলে সে চন্দ্রবংশীতে চলে যায় । তোমাদের তো রাবণের সাথে যুদ্ধ, কিন্তু দুনিয়ায় কেউই জানে না যে রাবণই হলো আমাদের সেই পুরোনো শত্রু । রাবণের অর্থই জানে না, তাহলে দশটা মাথা কিভাবে হয় ? তোমরা বাচ্চারা জানো যে বিকারের প্রবেশ হওয়ার কারণেই ভ্রষ্টাচারী তৈরী হয়েছে । সত্যযুগে সবাই শ্রেষ্ঠাচারী হয় । বাবা বলেন এই সময়ে সবার

বুদ্ধি তমোপ্রধান থাকে, একদম অন্ধকারে রয়েছে । এটাও গায়ন আছে যে সবাই কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমোচ্ছে । যখন আগুন লাগবে , তখন সবাই জাগবে । দেখছো না, তোমরা কত জাগাবার চেষ্টা করছো, তারপরেও শুয়ে থাকে । মেলায় তোমরা এতো পরিশ্রম করো, তার থেকে বের হয় কত জন কোটিতে মাত্র ক'জন । যদিও পরে গিয়ে অনেক বৃদ্ধি হবে তখন মানুষের বুদ্ধি খুলবে । অন্যান্য ধর্ম তো অনেক সময় থেকে চলছে সে সবও এখন পুরানো হয়ে গেছে । সেইজন্যই তাদের বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে । তোমাদের তো পুরানো ছোট বৃক্ষ হয় । তারা তো মাংস মদিরা সবকিছুই খায়। বিকারেও যায় । বলা হয় (সঙ্গ তারে কুসঙ্গ বোরে) সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস আর অসৎসঙ্গে নরক বাস ..... সৎ সঙ্গ তো এক বাবার সাথেই আছে । কোন্ সঙ্গে তারা (star) হবে, এইসব কিছুই জানে না । গায় তারা, আমায় পার লাগাও কাণ্ডারী (নইয়া মেরী পার লাগাও, খিবৈয়া) । হে বাগবান (মালী) কাঁটার থেকে ফুল বানাও । এই কাঁটার জঙ্গল থেকে আমাদের বার করো । এবার ফুল তো এখানেই হতে হবে । দৈবীয় গুণ ধারণ করতে হবে, পুরুষোত্তম হতে হবে । খাওয়া দাওয়া শুদ্ধ হওয়া দরকার । যে জিনিসগুলো দেবতাদের দেওয়া হয় না, সেগুলো হলো তমোগুণী, খাওয়া উচিত নয় । শাক সব্জিতেও সতো রজো তমো হয় । আজকাল তো মানুষরা গরীব, তাই না! জ্ঞানও গরিবদেরই নিতে হবে । সাহুকার লোকেরা তো অনেক ধন (পয়সা) নষ্ট করে ।

বায়স্কোপ(সিনেমা) দেখা খুব খারাপ । সংবাদপত্রে পড়েছিলাম যে সিনেমা দেখা মানে নরকে যাওয়া । মানুষ যত ধনবান হয় তত তারা নোংরামি বেশি করে । এই সময়ে তো ভারত পুরো বেশ্যালয় । বাবা এসে শিবালয় তৈরী করেন । পুরো ব্যাপারটাই পবিত্রতার ওপরে নির্ভর করে । পবিত্রতা (purity) থাকলে শান্তি, সমৃদ্ধি (peace & prosperity) থাকে । রাবণের রাজত্বে কেউই পবিত্র থাকে না । এখানেই যুদ্ধের কথা হয় । যোগবল দ্বারাই তোমরা রাবণের সাথে বিজয় লাভ করো । এখানে তো কত ঢের ঢের মন্দির আছে । কিন্তু কারোরই বায়োগ্রাফী জানা নেই । শিবের মন্দিরে গিয়ে যদি শিবের বায়োগ্রাফী জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে তো কিছুই বলতে পারবে না । তোমাদের মধ্যেও অনেকে নম্বরভিত্তিক পুরুষার্থ অনুসারে জ্ঞানকে বোঝে । উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ তো হয় , তাইনা! পড়াশোনার ওপরেই সবকিছু নির্ভর করে । আত্মা বলে আমরা তো নর থেকে নারায়ণ তৈরী হবো । আমি (শিববাবা) তো সবাইকে রাজযোগ পড়াই , কিন্তু তারপরও পুরুষার্থ অনুসারে উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ তৈরী হয় । এইজন্য বাচ্চাদের পড়াশোনায় অনেক মনোযোগ দেওয়া দরকার । শিব ভগবানুবাচ যে যোগ অগ্নি দ্বারা তোমাদের পাপ ভস্ম হবে আর তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে । এইজন্য বাচ্চারা স্মরণের যাত্রাকে ভুলো না । নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো যে প্রদর্শনীতে জ্ঞান তো অনেক ভালো বোঝায় কিন্তু আমরা কি স্মরণের যাত্রায় থাকি ? স্মরণে ফেল, সেই কারণে এই অবস্থা , আর সেই খুশী স্থির থাকে না । এই বিষয়ে বাচ্চাদের অভ্যাস বাড়াতে হবে । চিত্রও এমন শোভণীয় বানানো উচিত যে কেউও এসে পড়লেই জ্ঞান বুঝতে পারে । ভালো জিনিস হলে তো মানুষরা দেখতেও আসবে । যারা চিত্র বানায় তাদেরও তো কত পুরস্কার দেওয়া হয় । দেবতাদের চিত্র বিশেষ পুরোনো করে বিক্রি করা হয় । তখনই তো মানুষরা পছন্দ করে । অনেক টাকা দিয়ে কিনেও নেয় । দেবতারা হয় সতোপ্রধান, তাই তাদের চিত্রেরও কত সম্মান হয় । কিন্তু জানে না তারা যে ভারতই পুরানো থেকে পুরানো হয় । সবচেয়ে পুরানো থেকে পুরানো হলেন শিববাবা । প্রথম প্রথম শিববাবাই আসেন । মানুষরা তো কনফিউজড হয়ে আছে । এখন তুমিও বোঝো যে প্রথমে আমাদের বুদ্ধি তুচ্ছ ছিল । এবার আমরা কি থেকে কি হয়েছি !

আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম, অনেক ধনবান ছিলাম । কিন্তু তোমাদের মধ্যেও নিশ্চয় বুদ্ধিধারী অল্পই আছে । নইলে তো বাচ্চাদের আন্তরিক খুশী থাকা দরকার । বাহ ! আমরা তো পুরো চুরাশী জন্ম গ্রহন করেছি । যারা কম পড়াশোনা করে তারা কম জন্ম গ্রহন করে , আর যারা সূর্যবংশীতে আসে তাদের তো পড়াশোনা অবশ্যই ভালো হয় । এই পড়া অনেক ভালো । রচয়িতা বাবাই এসে রচনার আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান দিয়েছেন । তোমরা ত্রিকালদর্শী তৈরী হও । কাউকে জিজ্ঞেস করো তো বলবে তোমরা হলে ত্রিকালদর্শী । তিনকালেরই জ্ঞান তোমাদের আছে । তখন বলবে এইসব হলো কল্পনা । কেউ একজন বললে তো অন্যরাও বলতে থাকবে । এবার তোমাদের বুদ্ধিতে সারা জ্ঞান আছে আর পরমাত্মা বাবা আছেন, এটাও তোমরা জানো । গীতায় লেখা আছে পরমাত্মার রূপ তো হাজার সূর্যের থেকেও তেজোময়, কিন্তু এরকম হয় না । বাবা তো হলেন একদম শীতল । বাচ্চাদেরও শীতল তৈরী করেন । যেমন বাবাই জ্যোতির্বিন্দু তেমনই আত্মাও হয় জ্যোতির্বিন্দু । যেমন জোনাকি পোকা হয়, সেটা তো দেখা যায় আর বাবাকে তো দিব্য দৃষ্টি ছাড়া দেখা যায় না। তোমরা জানো পরমাত্মা বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর । তোমরা বাচ্চারাও হচ্ছ মাস্টার জ্ঞানের সাগর। আত্মা কতও ছোট হয়, কিন্তু তাতে সারা জ্ঞান ভরা থাকে । আত্মাই শোনে, আত্মাই ধারণ করে, আত্মাই শরীর দ্বারা বোঝে । এইসব কথা কেউই বোঝাতে আসবে না । তোমরাই বাবার কাছে বুঝে আবার বোঝাতে পারো । পরমপিতা পরমাত্মাই পতিতপাবন বা জ্ঞানের সাগর হন । কৃষ্ণকে পতিতপাবন বা জ্ঞানের সাগর বলা হবে না । ডাকাও হয় একজনকে হে পতিতপাবন এসো, নাকি কৃষ্ণকে বা রামকে ! সীতার রাম কি পতিতপাবন ছিলেন ? তোমরা হলে সব ভক্ত আর ভগবান হলেন এক । তোমরা সবাই হলে ব্রাইড আর আমি তোমাদের ব্রাইডগ্রুম । আমি তোমাদের শৃঙ্গার করাতে আসি । সব আত্মাদের ভক্তির ফল দিতে আসি । এই পঠন হয় অনেক উচ্চ, যার দ্বারা নর থেকে নারায়ণ হওয়া যায় । কত নেশা থাকা দরকার । বাবা এসেছেনই অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান দিতে । সবচেয়ে ভালো দান হলো এটা । শিবের সামনে গিয়ে বলা হয়, ঝোলা (থলে) ভরে দাও । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সমস্ত জ্ঞান আছে যে আমরাই এবার সঙ্গমে আছি । শিববাবা আমাদেরই বিষ্ণুপুরীর মালিক তৈরী করেন । এবার আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, তারপর দেবতা হবো, তারপর ক্রমান্বয়ে ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্র হব । এই হলাম আমরা আর এই হল আমাদের রহস্য । মানুষ বলে আত্মা পরমাত্মা এক । কিন্তু বাবা বোঝান আমরাই পুজ্য আবার আমরাই কিভাবে পূজারী হয়েছি? সতোপ্রধান সতো রজো তমোতে কি করে আসা হয়েছে । এইসব রহস্য তোমরাই জানো । এইসব হলো ধারনা করার কথা । এই পঠন দ্বারা কিভাবে বেহদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । তোমরা পড়ছো ভবিষ্যতের পড়া একুশ জন্মের জন্য, নম্বরভিত্তিক পুরুষার্থ অনুযায়ী । কেউ হবে রাজা কেউ রাণী আবার কেউ প্রজা তৈরী হবে । তবে সেখানে সবাই সুখই সুখ ভোগ করবে । এখানে তো কর্ম অনুসারে দুঃখ ভোগ করছে । এখানে হয় দুঃখধাম আর সেখানে হয় সুখধাম ।

এবার বাবা বলেন বাচ্চারা এমন কোনো খারাপ কাজ কোরো না, যার কারণে শাস্তি পেতে হয় । তারপরও যদি এমন কর্ম করো তাহলে তো পদও সেইরকম প্রাপ্ত হবে । যদি ভালো ভাবে পড়াশোনা করবে তাহলে কল্প কল্পান্তরের প্রালব্ধ তৈরী হবে । এখন এই জ্ঞান রয়েছে তারপর প্রায় লোপ পাবে । এখন যদি তোমরা পুরুষার্থ না করো তাহলে অনেক অনুতাপ করতে হবে । বাবা বলেন দৈবীয় গুণ ধারণ না করলে তো কর্ম বিকর্ম তৈরী হয় । এইসব তোমরা ছাড়া আর কেউই জানে না । গীতার ভগবান কবে এসেছেন? এইসবও কেউ বলতে পারে না । তারা বলে দ্বাপরে

এসেছেন -- বেদশাস্ত্র তৈরী হয়েছে দ্বাপরে আর দ্বাপরেই আসুরী সম্প্রদায় হয়েছে । বাচ্চারা বলে বাবা আমাদের এবার এই পাপের দুনিয়া থেকে নিয়ে চলো । ওঁনার কাছে মৃত্যু চাইছো, এইজন্যই তো ওঁনাকে কালের কাল মহাকাল বলা হয়েছে ।

লোকে তো শুধু নাম রেখেছে অকাল তখত, কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না । যারা অনেক উচ্চ হয় তারাই আগে নীচে পড়ে । তোমরা বাচ্চারা এবার এই জ্ঞান ভালো করে বুঝতে পেরেছো । জ্ঞান হলো খুবই ওয়ান্ডারফুল (চমৎকার) । রচনার আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান কেউ দিতে পারে না । নয়তো নিরাকারকে নলেজফুল বলে লাভ কি? যতক্ষণ না তিনি এসে জ্ঞান দেন , ততক্ষণ সব আত্মারা নিরাকারী দুনিয়া থেকে এখানে এসে সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চে পার্ট প্লে করতে থাকে । এবার ভগবানকে ডাকা হয় , ওঁনার তো নিজের শরীর হয় না । বাকী সব আত্মাদের তো নিজের নিজের শরীর থাকে । তাহলে ভগবান একাই নিরাকার, তাইতো! বাবা বলেন আমার নাম হলো শিব । আমি এঁনার (ব্রহ্মার) শরীরে ভ্রুকুটিতে বিরাজমান হই । যেমন আত্মা ইন্দ্রিয় দ্বারা কথা বলে সেই রকম বাবাও এঁনার ইন্দ্রিয় দ্বারা বোঝান । গায়ন আছে ভ্রুকুটির মাঝে রয়েছে এক চমকিত আজব তারা (নক্ষত্র) । এবার এই গুহ্য রহস্যকে তোমরাই জানো । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের উচ্চ প্রালব্ধ বানানোর জন্য পঠন ভালো করে পড়তে হবে । কোনো খারাপ কাজ করবে না ।

২) নিজের খাওয়া দাওয়া অনেক শুদ্ধ রাখতে হবে । যে খাবার দেবতাদের দেওয়া হয় সেই খাবার খেতে হবে । পুরুষোত্তম হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে ।

বরদান --: রিগার্ড (সম্মান) দেওয়ার রেকর্ড ঠিক রেখে খুশীর মহাদান প্রদানকারী পূণ্য আত্মা ভব!

বর্তমান সময়ে চারিদিকে সম্মান (রিগার্ড) দেওয়ার রেকর্ড ঠিক করার প্রয়োজন আছে । এই রেকর্ডই আবার চারিদিকে বাজবে । সম্মান দেওয়া আর সম্মান নেওয়া, ছোটদেরও সম্মান দাও আর বড়দেরও সম্মান দাও । এই সম্মানের রেকর্ড এখন বেরোনো দরকার, তখন তো খুশীর দান যারা করে তারা মহাদানী পুণ্য আত্মা হবে । কাউকে সম্মান দিয়ে খুশী করা -- এটাই হল বড় থেকে বড় পুণ্যের কাজ আর সেবা ।

স্লোগান --: প্রতিটি মুহূর্তকে অন্তিম মুহূর্ত ভাববে তো এভাররেডি থাকবে ।